Contents

সোনামণি প্রতিভা

২৮তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল
২০১৮

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

২৮তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল
২০১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম
♦ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
- হাদীছের গল্প ১৬
- ভ্রমণ স্মৃতি ২১
- এসো দো'আ শিখি ২৫
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৬
- কবিতাগুচ্ছ ২৭
- একটুখানি হাসি ২৮
- আমার দেশ ২৯
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩২
- রহস্যময় পৃথিবী ৩২
- সাহিত্যাঙ্গন ৩৪
- দেশ পরিচিতি ৩৪
- যেলা পরিচিতি ৩৫
- আন্তর্জাতিক পাতা ৩৫
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৬
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

সম্পাদকীয়

ছবর

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রশংসিত চারিত্রিক গুণাবলীর অন্যতম হচ্ছে ছবর বা ধৈর্য। এটি মানব জীবনের এমন একটি অত্যাবশ্যকীয় ও মূল্যবান গুণ যা মানুষকে অনন্য করে ও সবার কাছে প্রিয় করে তোলে। দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সফলতার জন্য এ গুণটি অতীব যরূরী। দ্বীনে হক-এর দাওয়াত, তার বিজয় সাধন এবং পার্থিব জগতে কামিয়াবী অর্জন ছবর ব্যতীত সম্ভব নয়। ছবর অর্থ সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, সহ্য বা অপেক্ষা করার ক্ষমতা, ধীরতা ও প্রশান্তি। যাবতীয় অন্যায় ও অশালীন কাজ হতে নিজেকে দূরে রাখা, প্রবৃত্তিকে অবদমিত রাখা, বিপদে-আপদে সুস্থির ও অটল থাকাই ছবর। মূলতঃ ছবর অর্থ 'যে কাজ করা উচিত নয় সে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা'। যেমন কোন রোগ, পীড়া বা বিপদাপদ হতে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া, হে ভাই! ছবর কর। এটি তাক্বদীর, যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ ছিল। দিশেহারা হয়োনা। আল্লাহ্র নিকট এর উত্তম বদলা প্রার্থনা কর *(তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃ. ৪৬৯)*।

দুনিয়াবী জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষাগার। জীবন চলার পথে এখানে বিপদাপদ, নানা ধরনের বাধা, প্রতিকূলতা ও সমস্যা আসাটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেসব সমস্যা ও বাধাকে পদদলিত করে, প্রবল মনোবল নিয়ে চলতে হয় প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে। যদি কেউ সামান্য রোগ-বালাই, বাধা-বিঘ্ন ও জটিলতায় ভেঙ্গে পড়ে, তার জীবনে সোনালী সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ প্রভাব ফেলতে পারে না। ঘোর অন্ধকারে জীবন হাবুডুবু খায়। এজন্য অনাকাংখিত পরিস্থিতিকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রেখে সত্যের উপর টিকে থাকতে হবে। তবেই সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৫৫-৫৬)*।

দু'জাহানের সফলতা অর্জনে, আশা-আকাংখা ও প্রত্যাশা পূরণে এবং জীবনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ছবর এক অপরিহার্য বিষয়। ধৈর্যহীনরা কোন কাজেই সফলতার মকুট ছিনিয়ে আনতে পারেনা। দুনিয়ার প্রত্যেক সফল ব্যক্তিই ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন স্বীয় কর্মে। জেল, যুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন, ভয়-ভীতি, অপবাদ

ইত্যাদি তাদের চলার পথকে রুদ্ধ করতে পারেনি। তারা জান্নাতের অফুরন্ত নে'মত লাভের দৃঢ় মনোবল নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ধৈর্যের সাথে পথ অতিক্রম করেছেন। এজন্য তাদেরই প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের ছবরের পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন। তারা সেখানে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা অতিমাত্রায় গরম বা অতিমাত্রায় শীত কোনটাই দেখবে না' *(দাহর ৭৬/১২-১৩)*।

বর্তমানে চারিদিকে মিথ্যা ও বাতিলের জয়জয়কার। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সোনামণিদের ঈমান, আক্বীদা ও জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেলছে। তাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের পথে দাওয়াত দিলে বাধা আসবে এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে হক পন্থীরা মুখ লুকাবে? না কখনোই তা হতে পারে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে ধৈর্যের সাথে দ্বীনে হক-এর দাওয়াতে অটল থাকতে হবে।

হক-এর অনুসারী হওয়ার কারণে বাতিলের পূজারী আবু জাহল ও তার দোসরদের অত্যাচারে নিগৃহীত বেলাল, খাব্বাব, খুবায়েব, আছেম, ইয়াসির পরিবার প্রমুখ হকপন্থীগণ ছবর ও দৃঢ়তার যে অতুল্য নমুনা রেখে গেছেন যুগে যুগে তা আমাদের আদর্শ হয়ে থাকবে। ইয়াসির পরিবারের উপর অমানুষিক নির্যাতনের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ব্যথিত রাসূল (ছাঃ) সেদিন ছোট্ট একটি বাক্য উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'ছবর কর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হল জান্নাত' *(হাকেম হা/৫৬৪৬)*। নির্যাতিত ইয়াসির পরিবারের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর এই সান্ত্বনা বাক্য সেদিন যে আশার সঞ্চার করেছিল আজও তা হতে পারে যে কোন হকপন্থীর শক্তির উৎস।

ছবর তারাই অবলম্বন করতে পারে যারা প্রকৃত মুমিন। কেননা তার প্রত্যেক কর্ম পরিচালিত হয় পরকালীন সুখ ও সমৃদ্ধির আশায়। এজন্য পার্থিব দুঃখ-কষ্টে সে ছবর করলে সেটাও তার জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হয়। আল্লাহ বলেন, ধৈর্যশীল বান্দাদের বেহিসাব পুরস্কার দান করা হবে' *(যুমার ৩৯/১৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে ছবর করে। ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুসলিম হা/২৯৯৯)*।

অতএব আমাদেরকে দ্বীনে হক-এর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রের ছবরের মাধ্যমে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই প্রকৃত সফলতা অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সোনামণিদেরসহ আমাদের সকলকে সে পথে কবুল করুন-আমীন!

কুরআনের আলো

আল্লাহ্র দয়া

١. قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

১. 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

٢. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

২. 'আর (স্মরণ কর) আইয়ূবের কথা। যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিল, আমি কষ্টে পড়েছি। আর তুমি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' *(আম্বিয়া ২১/৮৩)*।

٣. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

৩. 'নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একদল আছে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আর তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' *(মুমিনূন ২৩/১১৮)*।

٤. قَالُوا يَاأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ - قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৪. তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের অপরাধ মার্জনার জন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা পাপী ছিলাম। পিতা বললেন, সত্বর আমি আমার পালনকর্তার নিকটে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউসুফ ১০২/৯৮)*।

٥. نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৫. 'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অপরিসীম দয়ালু' *(হিজর ১৫/৪৯)*।

٦. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

৬. 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ক্বাছাছ ২৮/১৬)*।

٧. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

৭. 'আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। বস্তুতঃ তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মুমিনূন ২৩/১১৮)*।

হাদীছের আলো

আল্লাহ্র দয়া

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র একশত রহমত রয়েছে যা হতে একটি মাত্র রহমত তিনি জিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে নাযিল করেছেন। এ দ্বারাই তারা একে অন্যকে মায়া করে। এর মাধ্যমেই একে অন্যকে দয়া করে এবং এর মাধ্যমেই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানদেরকে ভালবাসে। বাকী নিরানব্বইটি রহমত ক্বিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যা দ্বারা তিনি ক্বিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের প্রতি রহমত করবেন' *(মুসলিম হা/২৭৫২; মিশকাত হা/২৩৬৫)*।

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ-

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মুমিন জানত আল্লাহ্র নিকট কি শাস্তি রয়েছে, তাহলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করত না। আর যদি কাফের জানত আল্লাহ্র নিকট কি পরিমাণ দয়া রয়েছে, তবে কেউ তার জান্নাত হতে নিরাশ হত না' *(মুসলিম হা/২৭৫৫; মিশকাত হা/২৩৬৭)*।

٣. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لاَ وَهْيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا-

৩. হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কতক যুদ্ধবন্দী আসল। দেখা গেল একটি স্ত্রী লোকের দুধ ঝরে পড়ছে। আর সে শিশু অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান করাল। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এই স্ত্রী লোকটি নিজের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সে যখন অন্যের সন্তানের প্রতি এত দয়া দেখায়, তখন নিজের সন্তানকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কখনো না, সে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এই স্ত্রী লোকের সন্তানের প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান' *(বুখারী হা/৫৯৯৯; মিশকাত হা/২৩৭০)*।

প্রবন্ধ

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

শিশু কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশের প্রতিকার সমূহ :

(১) আধুনিক প্রযুক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(২) মাদকতা ও নেশাকর দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(৩) শিশু-কিশোরদের পাঠ উপযোগী আদর্শভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

(৪) সহ-শিক্ষা নিষিদ্ধ করা এবং বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড এর খৃষ্টানী আদর্শ থেকে বেরিয়ে আসা।

(৫) সকল প্রকার অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থেকে শিশু-কিশোরদের বিরত রাখার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৬) শিশু-কিশোরদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(৭) পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

(৮) কথার যাদু দ্বারা শিশু-কিশোরদের ইসলামী আদব ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া।

(৯) শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা, বিনোদন ও শরীরচর্চার সুযোগ করে দেওয়া এবং সমাজ সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

(১০) মোবাইল ও পর্ণো আসক্তি থেকে সন্তানদের দূরে রাখা।

এই প্রতিকার সমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পর্যায়ক্রমে অত্র প্রবন্ধে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. আধুনিক প্রযুক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :

বর্তমান বিশ্ব আধুনিক প্রযুক্তির যুগে অবস্থান করছে। মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কথাবার্তা, খবরাখবর, ও ছবি লেনদেন করা সম্ভব। টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, ভাইবার, ইমো, ইনস্টোগ্রাম, ম্যাসেনজার ইত্যাদি আবিষ্কার মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নে'মত। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। আর তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*। এসব প্রযুক্তি অপব্যবহারের কারণে এর দ্বারা প্রাপ্ত সুফল ও উপকারিতা ক্রমশঃ আড়াল হয়ে যাচ্ছে এবং মানব জীবন আজ এর বিষবাষ্পে দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। তাই এগুলোর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা এখন আমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

(ক) মোবাইল : মোবাইল ফোন ব্যবহার এখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্যবসায়ী চাকুরিজীবী, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সকলের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মন্দ ও ভাল দু'টি দিক আছে। ভাল ও উপযুক্ত ব্যবহারের দিকটা নিশ্চিত করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই লিপিবদ্ধ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) রয়েছে' *(ক্বাফ ৫০/১৮)*। মনে রাখতে হবে মোবাইল-এর প্রতিটি কথা রেকর্ড হচ্ছে। কথা বলার সময় তাই 'হ্যালো' না বলে সালাম দিয়ে কথা শুরু করতে হয়। স্মার্টফোন শিশু-কিশোর তথা যুবসমাজকে পাপাচারে স্মার্ট করার উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোবাইল সীম কোম্পানীগুলো গভীর রাতে লোভনীয় অফার দিয়ে রাত জাগিয়ে যুবসমাজকে ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মোবাইলে সকল প্রকার খারাপ কথাবার্তা, অপসংস্কৃতির প্রচার, নগ্নতাকে উসকে দেওয়া, ব্লাকমেইলিং করা, ব্লুটুথ ও শেয়ারইট-এর মাধ্যমে সকল প্রকার নগ্নবার্তা ও ছবি আদান-প্রদান বন্ধ করা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য। এসব ইসলামের দৃষ্টিতে ভয়াবহ অপরাধ ও পাপের কাজ। এ বিষয়ে শিশু-কিশোরদেরকে ভাল করে শেখাতে হবে, বুঝাতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও প্রয়োজনে শাসন করতে হবে। পিতা-মাতা, পরিবার, শিক্ষক, সমাজ ও সংগঠকদেরও দায়িত্ব পালন করা অপরিহার্য।

(খ) ফেসবুক ও ইউটিউব : ফেসবুক এখন আধুনিক প্রযুক্তির সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ফেসবুক ও ইউটিউবের মাধ্যমে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কথাবার্তা, সংবাদ, ছবি ও ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বর্তমান যুগের ছেলে-মেয়েরা ফেসবুকের মাধ্যমে অবৈধ যোগাযোগ, অর্ধনগ্ন ছবি, পর্ণোগ্রাফী অশ্লীল ভিডিও ইত্যাদি আদান-প্রদানের মাধ্যমে ১৫-১৬ ঘণ্টা ব্যয় করছে। ফলে অহরহ ঘটছে নারীর শ্লীলতাহানী, ইভটিজিং, এ্যাসিড সন্ত্রাস, হত্যা, গুম খুন ইত্যাদি হাযারও অপকর্ম। যা পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে আনছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না' *(নূর ২৪/১৯)*।

কয়েকটি পরামর্শ :

(ক) সমাজের সম্মানিত ইসলামী স্কলার, ইমাম, ওলামা ও বক্তাগণ বর্তমান সময়ের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমূহের

অপব্যবহার ও এর ক্ষতির বিষয়ে এবং ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লক্ষকোটি ফেসবুক ব্যবহারকারীর নিকট ব্যাপক প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। যা দেশ, জাতি, পরিবার ও সমাজের কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

(খ) 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ফেসবুক পাতার মাধ্যমে খুব সহজে হাযারও ফেসবুক ব্যবহার কারীর নিকট প্রচার করা যেতে পারে।

(গ) তরুণ ও কিশোর বয়সী ছেলে-মেয়েদেরকে স্মার্টফোন সহ নির্জন কক্ষে একাকীত্বে দরজা বন্ধ করে থাকার সুযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। এর মাধ্যমে অবৈধ ফোনালাপ ও অশ্লীল ছবি লেনদেনের সুযোগ পেয়ে সন্তান ক্রমশঃ খারাপের দিকে যেতে পারে। পিতা-মাতা সহ পরিবারের সদস্যদেরকে এ বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে।

(ঘ) প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন সন্তানদের নিয়ে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রযুক্তির ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করা যরূরী।

৩. টেলিভিশন : বর্তমানে ডিস এন্টিনার ১০০টির বেশী চ্যানেলের মাধ্যমে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ী অশ্লীল নাচ-গানে শয়তানের বাক্সে পরিণত হয়েছে। যার দর্শক বিশেষ করে আমাদের দেশের মহিলারা ও তাদের সন্তানরা। দেশী-বিদেশী সিরিয়ালে আসক্ত হয়ে অপসংস্কৃতির সয়ালাবে সমাজ আজ কলুষিত। ফলে নারীরা বিজাতীয় সংস্কৃতি তথা পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, পরিবার ভাঙ্গার দৃশ্যাবলী প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হচ্ছে। তাদের সাথে শিশু-কিশোররাও পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে গত ২/৩ বছরে স্টার জলসাসহ অন্যান্য সিরিয়াল আমাদের সমাজের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। প্রতিবেশী দেশের এ ধরনের চ্যানেলগুলো মানুষকে শয়তানী কল্পনা জাগিয়ে অবৈধ সম্পর্ক, শাড়ী, বাড়ী, গাড়ী ও দ্রুত কোটিপতি হওয়ার অনৈতিক পথ-পন্থা দেখায়। ফলে মানুষের বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। তারা দেখেও দেখেনা, শুনেও শুনেনা, উন্নত ও পবিত্র চিন্তা করে না। তারা ক্রমশঃ অন্ধকার যুগের মানুষের মত পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হচ্ছে আচরণ ও কার্যকলাপে।

কয়েকটি ঘটনার আংশিক :

(ক) কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় চ্যানেলে ফাঁসির দৃশ্য দেখে মায়ের অজান্তে গলায় ওড়না প্যাঁচিয়ে ফ্যানে ঝুঁলে এক দম্পতির একমাত্র সন্তানের করুণ মৃত্যু হয়েছে *(মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী/২০১৬, পৃ. ২)*।

(খ) টিভি সিরিয়ালে আসক্ত এক মা সন্তানের জন্য ফিডার বানিয়ে সিরিয়ালের নেশায় পিছনে বিড়ালের মুখে ফিডার দিয়েছে, আর সন্তান দুধ না পেয়ে কাঁদছে।

(গ) টিভিতে এক আসক্ত মায়ের সন্তান পুকুরে ডুবে মারা গেছে। টিভি সিরিয়াল দেখে জামা না পেয়ে বেশ কয়েকজন কিশোরী আত্মহত্যা করেছে।

(ঘ) ফেসবুকে আসক্ত মা বাথট্যাবে গোসল করতে সন্তানকে রেখে ২০ মিনিট পরে এসে দেখে সন্তান মরে পড়ে আছে। এ রকম শতশত ঘটনা ঘটছে শুধুমাত্র সিরিয়াল দেখার কারণে। এখনি সচেতন না হলে দেশ ও জাতি ডুবে যাবে অধঃপতনের অতল তলে।

২. মাদকতা ও নেশাকর দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা :

সকল প্রকার অশ্লীল কর্মকাণ্ডের মূল হচ্ছে মাদক ও নেশাকর দ্রব্য। মস্তিষ্ক বিকৃত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এটি। আমাদের দেশে প্রচলিত তামাক, বিড়ি-সিগারেট, আফিম, ইয়াবা, গাজা, ভাং, স্প্রীড, হেরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি নেশাকর দ্রব্য যে নামে চলুক না কেন তা মদ এবং সবই হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'সকল প্রকার নেশাকর দ্রব্য মদ। আর সব ধরনের মদই হারাম *(মুসলিম হা/২০০৩)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِى الآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি সর্বদা নেশাকর দ্রব্য পান করে এবং তওবা না করে মারা যাবে। সে পরকালে সুস্বাদু পানীয় পান করতে পারবে না' *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। মাদকের নেশায় যুবসমাজ আজ ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত। ইসলাম মদকে হারাম করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন মদের ওপর, মদ্যপায়ীর ওপর, মদ পরিবেশকের ও যে উৎপাদন করায় তাদের ওপর, তার বহণকারী ও যার নিকট বহণ করে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৭৪; হাকেম হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৭৭৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে জিনিস অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি করে তার অল্প পরিমাণও হারাম' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৪৫)*। মদ গ্রহণের পরিণাম সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। ১. মদপানকারী ২. পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান ৩. দাইয়ূছ যে তার পরিবারে বেপর্দার সুযোগ দেয়' *(আহমাদ হা/৫৩৭২, মিশকাত হা/৩৬৫৫)*।

মাদকতার ক্ষতিকর দিকসমূহ :

১. ব্যক্তিগত ক্ষতি ২. পারিবারিক ক্ষতি ৩. সামাজিক ক্ষতি ৪. রাষ্ট্রীয় ক্ষতি ৫. ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা। মাদকতা বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক মারণাস্ত্রের চেয়েও ভয়ানকরূপ নিয়েছে।

যার ছোবলে উঠতি বয়সের সন্তানেরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নেশার করাল গ্রাসে ধুকে ধুকে মরছে লক্ষ কোটি প্রাণ। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে মাদকতা।

মাদকতা প্রতিরোধ করার উপায় সমূহ :

১. সন্তানদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

২. মাদকের ভয়াবহ পরিনাম সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৩. স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদরাসায় বিশেষ কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতিটি ইমামকে তার মসজিদের মুছল্লীদের সচেতনা সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৬. প্রশাসনের বিশেষ নযরদারীর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. মাদকসেবীকে দ্রুত জেলখানা অথবা নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. শিশু-কিশোরদের পাঠ উপযোগী আদর্শভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা :

সকল জ্ঞানের উৎস একমাত্র মহান আল্লাহ *(আহকাফ ৪৬/২৩)*। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের বহু জায়গায় রয়েছে জ্ঞানার্জনের কথা। আল্লাহ বলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ৯৬/১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ। 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন' *(তিরমিযী হা/২৬৪৬; মিশকাত হা/২১২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন' *(বুখারী হা/৭১, মিশকাত হা/২০০)*। পৃথিবীতে মুসলমান যতদিন থাকবে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাও ততদিন থাকবে। আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামে যত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর আর কোন ধর্মে তা দেওয়া হয়নি। ইসলাম ধর্মের প্রথম নাযিলকৃত বাণীই হল পড়। মুসলমানের আক্বীদা বিনষ্টকারী ও ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড থেকে শিশু-কিশোরদের বিরত রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার স্তরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার পাদপীঠ। এটা দেহের হৃদয় বা কলবের মত। শিশু-কিশোরদের মন শৈশবে কাদামাটির মত নরম ও কোমল থাকে। তাদের সেই কাদামাটি স্বরূপ সহজ সরল মনের আঙ্গিনায় যে বীজের চারা রোপন করা যায়, তা কিশলয় থেকে পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে মহীরুহের আকার ধারণ

করে। এ সময় তাদের যা শিখানো হয় তা মনের গহীন রাজ্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। আরবী প্রবাদ আছে, اَلْعِلْمُ فِى الصِّغَارِ كَالنَّقْشِ فِى الْحَجَرِ وَالْعِلْمُ فِى الْكِبَرِ كَالنَّقْشِ فِى الْبَحْرِ 'শৈশবের শিক্ষা পাথরে খোদাই করার মত স্থায়ী আর বার্ধ্যকের শিক্ষা পানির উপর অঙ্কনের মত অস্থায়ী'। অন্তত পক্ষে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত কুরআন সহ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অত্যাবশ্যক। ইবতেদায়ী পর্যায়ে প্রাইমারী স্কুলের মত শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিৎ। আমাদের এই ছোট দেশে এমন কোন দিন নেই যে, পথচারী ও ব্যবসায়ীর অর্থ সম্পদ লুটপাট হয় না, মা, বোন ও মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়না, নিরীহ ও সাধারণ মানুষ খুন হয় না। এর মূল কারণ সামাজিক ও নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় এবং প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার ধস। এ সম্পর্কে অমুসলিম ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন, The muslim failed because he left the Quran. 'মুসলমানেরা কুরআন ত্যাগের কারণেই অকৃতকার্য হয়েছে'। সুতরাং জাতিকে বাঁচাতে চাইলে সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব মত পথকে পরিত্যাগ করে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শভিত্তিক বাস্তবমুখী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

[চলবে]

রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
দাশড়া, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি কবরে জীবিত আছেন?

সমাজে বহুল প্রচলিত একটি ভ্রান্ত আক্বীদা হল, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেননি বরং তিনি দুনিয়ার জীবন থেকে স্থানান্তরিত হয়েছেন মাত্র। তিনি কবর থেকে দুনিয়ার মানুষের ডাকে সাড়া দেন এবং তাদের উপকার করতে সক্ষম। অথচ পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি দুনিয়ার অন্য মানুষের মতই রক্তে মাংসে গড়া স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন। তবে নবুঅত দান করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'তুমিও মারা যাবে এবং তারাও মারা যাবে। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সামনে বাক-বিতণ্ডা করবে' *(যুমার ৩৯/৩০-৩১)*। এছাড়াও এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রমাণ করে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে প্রতিটি মানুষের মতোই তাঁরও বারযাখী জীবন রয়েছে। দুনিয়ার জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কারণ এগুলো গায়েবের বিষয়। এখানে নিজেদের মন মতো ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। ছাহাবায়ে কেরাম কখনো এসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-

কে জিজ্ঞেস করতেন না। বর্তমানে কিছু খানকা ও মাযার পূজারীরা নিম্নোক্ত দলীলগুলো অপব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তাদের ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। যেমন-

(১) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নবীগণ তাদের কবরে জীবিত থেকে ছালাত আদায় করছেন' *(মুসনাদে বাযযার হা/৬৮৮৮; সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬২১)*।

(২) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি যখন লাল টিলার নিকট দিয়ে মূসা (আঃ)-কে অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করছিলেন' *(মুসলিম হা/২৩৭৫)*।

উপরের হাদীছ দু'টি ছাড়াও এ বিষয়ে আরো অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবীগণ কবরে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু তা বারযাখী জীবনের বিষয়। অর্থাৎ দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনের মাঝের জীবন। দুনিয়াবী জীবনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। যেমন হাদীছে দেখা যাচ্ছে, রাসূল (ছাঃ) মূসা (আঃ)-কে কবরে ছালাত আদায় করতে দেখলেন। কিন্তু একটু পরে তাঁর সাথে ৬ষ্ঠ আসমানে দেখা হল। এরপর যখন ফিরে আসলেন, তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে সকল নবী-রাসূল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর ইমামতিতে ছালাত আদায় করলেন। সাধারণ মানুষকে কবরে রাখার পর লোকেরা যখন চলে আসে তখনও মৃত ব্যক্তি তাদের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এছাড়া মুমিন ব্যক্তিকে কবরে বসানোর সাথে সাথে আছরের ছালাত আদায় করতে চায়। এ সবকিছুই গায়েবের বিষয়, যার কোন কল্পিত ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। তাছাড়া উক্ত বিষয়গুলো কোনটিই দুনিয়াবী জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত হাদীছগুলো জানা সত্ত্বেও কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের কাছে গিয়ে কিছু চাননি কিংবা তাঁর কাছে কোন অভিযোগ করেননি এবং তাঁকে অসীলা মেনে দো'আও করেননি। বরং দুর্ভিক্ষের কারণে তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের কাছে না গিয়ে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে দো'আ করেছেন। কারণ কবরে যাওয়ার পর দুনিয়ার সাথে যেমন কোন সম্পর্ক থাকে না, তেমনি কারো কোন উপকার বা ক্ষতি করারও ক্ষমতা থাকে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অসীলা করে কিছু চাওয়া বৈধ কি?

রাসূল (ছাঃ)-কে অসীলা করে কিছু চাওয়া স্পষ্ট শিরকী আক্বীদা। যদিও অসংখ্য মুসলিম তাঁকে অসীলা করে দো'আ করে থাকে। এমনকি অনেকে সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বিভিন্ন বিষয় আবদার করে থাকে। এটা শিরকে আকবার। এদের হুজ্জ-ওমরা কোনই

কাজে আসবে না। বরং জীবনে যত নেকীর কাজ করেছে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তারা যদি শিরক করে, তবে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/৮৮)*।

শরী'আতে কেবল তিন প্রকারের অসীলা বৈধ-

(ক) নিজের কৃত সৎ আমলকে অসীলা করে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা *(মায়েদাহ ৫/৩৫)*। যেমন পাহাড়ের গর্তে তিন ব্যক্তি আটকা পড়লে তারা নিজ নিজ আমলের কথা স্মরণ করেছিলেন এবং সেই আমলগুলোর অসীলায় আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে তারা বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন *(বুখারী হা/৫৯৭৪)*।

(খ) আল্লাহ্র গুণবাচক নাম সমূহ দ্বারা দো'আ করা। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। তাই তোমরা সেগুলো দ্বারাই তাঁকে ডাকো' *(আ'রাফ ৭/১৮০)*।

(গ) জীবিত তাক্বওয়াশীল ব্যক্তির মাধ্যমে দো'আ চাওয়া। যেমন-

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের মাঝে পড়ত তখন ওমর (রাঃ) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে পানি প্রার্থনা করতাম আপনার নবীর মাধ্যমে। আপনি আমাদের পানি দিতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে পানি প্রার্থনা করছি, আপনি আমাদেরকে পানি দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর পানি হত'। (বুখারী হা/১০১০)। উক্ত তিন প্রকার অসীলা ছাড়া অন্য যেকোন অসীলা ধরা হারাম। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তিকে অসীলা করে দো'আ করা তো জাহেলী যুগের মক্কার মুশরিকদের আদর্শ। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি সর্বত্র উপস্থিত হতে সক্ষম?

উপমহাদেশের কিছু বিদ'আতী আলেম মীলাদের অনুষ্ঠানকে জমজমাট রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বত্র হাযির হতে পারে বলে মিথ্যা আক্বীদা সৃষ্টি করেছে। অনেক স্থানে মঞ্চে একটি চেয়ারকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়, যাতে এই খালি চেয়ারে রাসূল (ছাঃ) এসে বসতে পারেন।

নিঃসন্দেহে এটা কুফরী আক্বীদা। রাসূল (ছাঃ) মারা গেছেন *(যুমার ৩৯/৩০-৩১; আলে ইমরান ৩/১৪৪)*। তিনি আর কখনো দুনিয়াতে আসতে পারবেন না। কেউ ইচ্ছা করলেও আসতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

'যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আবার ফেরত পাঠান, যাতে আমি সৎ আমল করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি; কখনোই না। এটা তার একটি কথা মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ থাকবে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/৯৯-১০০)*।

তাছাড়া পৃথিবীতে একই সময়ে অসংখ্য স্থানে এই বিদ'আতী মীলাদ হয়। কোন

স্থানে কখন মীলাদ হচ্ছে তা রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষে জানার কথা নয়। কারণ তিনি গায়েবের খবর জানেন না।

রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে আরো কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা :

(১) রাসূল (ছাঃ) কবর থেকে সালামের উত্তর দেন। কখনো হাত বের করে দেন :

বহু মানুষের মাঝে উক্ত আক্বীদা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যারা ছূফী তরীকায় বিশ্বাসী তাদের মাঝে। এ ব্যাপারে অসংখ্য মিথ্যা ঘটনা সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন বলা হয়ে থাকে- 'আহমাদ রেফাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি ৫৫৫ হিজরী সালে হজ্জ শেষ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় যান। অতঃপর রওযার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দু'টি পঙক্তি পাঠ করেন। 'দূর থেকে আমি আমার রূহকে রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিতাম। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে রওযায় চুম্বন করত। আজ আমি সশরীরে উপস্থিত হয়েছি। সুতরাং হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন, আমি যেন আমার ঠোঁট দ্বারা চুম্বন করে তৃপ্তি লাভ করতে পারি'। উক্ত কবিতা পড়ার সাথে সাথে কবর হতে রাসূল (ছাঃ)-এর হাত বেরিয়ে আসে। আর রেফাঈ তাতে চুম্বন করে ধন্য হন। বলা হয় যে, সে সময় মসজিদে নববীতে ৯০ হাযার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদ্যুতের মত হাত মুবারকের চমক দেখতে পেল। তাদের মধ্যে মাহবূবে সুবহানী আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ)ও ছিলেন' *(ফাযায়েলে আ'মাল (উর্দূ) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬)*।

এটাও একটি কুফরী আক্বীদা। কারণ মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার মানুষের কোন কথা শুনতে পায় না। মহান আল্লাহ বলেন, 'জীবিত আর মৃত এক সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান। যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে আপনি শুনাতে পারবেন না' *(ফাত্বির ৩৫/২২)*। তারা অন্যের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। সে জন্য ছাহাবায়ে কেরাম কখনো নবী করীম (ছাঃ)-এর কবরের কাছে গিয়ে কোন কিছু আবদার করেননি।

(২) আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবী, জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই সৃষ্টি করতেন না :

উক্ত আক্বীদা সঠিক নয়। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এটি কারো সাথে শর্তযুক্ত নয়। উক্ত ভ্রান্ত দাবীর পক্ষে কতিপয় জাল বর্ণনা সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন-

ক. (আল্লাহ বলেন) 'আপনাকে সৃষ্টি না করলে বিশাল জগৎ সৃষ্টি করতাম না' *(ছাগানী, মাওযূ'আত, পৃ. ৭)*। বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ হলেও জাল ও ভিত্তিহীন। হাদীছের গ্রন্থসমূহে এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। *(শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ, পৃ. ৩২৬)*।

খ. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আদম (আঃ) অপরাধ করে ফেললেন, তখন

তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অসীলায় ক্ষমা চাচ্ছি, যেন আপনি আমাকে ক্ষমা করেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পারলে, অথচ আমি তাকে এখনো সৃষ্টি করিনি? আদম (আঃ) তখন বললেন, হে আল্লাহ! আপনি যখন আমাকে আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং আমার মাঝে আপনার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেন, তখন আমি মাথা তুলে দেখি যে, আরশের পায়ের সাথে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা আছে। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তির নামই আপনার নামের সাথে যুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ হে আদম! নিশ্চয় মুহাম্মাদই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। তুমি তার অসীলায় আমার কাছে দো'আ কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না'। এটি একটি মিথ্যা বর্ণনা। *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫)*।

(৩) আদম (আঃ) সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্র রূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

(৪) মি'রাজের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহণ করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়।

(৫) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হতে বিবি মরিয়ম, বিবি আসিয়া ও মা হাজেরা দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৬) নবীর জন্ম মহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নি উপাসকদের সব 'শিখা অনির্বাণ' হঠাৎ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদী প্রবাহ, সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি নানা কথা সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইসলামী শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। এ ধরনের কথাগুলো কেবল বাজারের চটি কিছু সস্তা বইগুলোতেই পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃত মুমিন হওয়া ও পরকালের নাজাতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) ব্যাপারে স্বচ্ছ আক্বীদা পোষণ করা খুবই যরূরী। ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হল বিশুদ্ধ আক্বীদা। ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত কোন পীর, অলী-আওলিয়া অথবা বুযুর্গানে দ্বীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হলে আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না, বরং তা শিরক হবে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মত মাটির মানুষ ছিলেন, তিনি অদৃশ্যের খবর রাখতেন না এবং মৃত্যুর পরে কোথাও উপস্থিত হতে পারেন না, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ আমাদের সঠিক আক্বীদা পোষণের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

হাদীছের গল্প

হক্বের উপর দৃঢ়তা

ফরীদুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যেদিন হতে আমার জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে সেদিন হতেই আমি আমার আব্বা আম্মাকে দ্বীন ইসলামের অনুসারীরূপে পেয়েছি এবং আমাদের এমন কোন দিন যায়নি, যেদিন দু' প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসেননি। যখন মুসলিমগণ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলেন তখন আবুবকর (রাঃ) হাবশা (আবিসিনিয়া) অভিমুখে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যখন তিনি বারকূল গিমাদ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন তখন ইবনু দাগিনা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল। সে ছিল 'কারা' গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবুবকর আপনি কোথায় যেতে ইচ্ছা করেছেন? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইবনু দাগিনা বলল, আপনার মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলেনা। কেননা আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদারী করেন এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনার সাহায্য দাতা। কাজেই আপনি মক্কায় ফিরে চলুন এবং নিজ শহরে গিয়ে আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন। তারপর ইবনু দাগিনা আবুবকর (রাঃ)-কে নিয়ে ফিরে এলো। সে কাফির কুরাইশদের যারা নেতা তাদের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং তাদের বলল, আবুবকর (রাঃ)-এর মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং তার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। আপনারা কি এমন একজন লোককে বহিষ্কার করতে চান, যে নিঃস্বকে সাহায্য করে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করে, মেহমানদের মেহমানদারী করে এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করে। আবুবকর (রাঃ)-কে ইবনু দাগিনার আশ্রয় প্রদান কুরাইশরা মেনে নিল এবং তারা আবুবকর (রাঃ)-কে নিরাপত্তা দিয়ে ইবনু দাগিনাকে বলল, আপনি আবুবকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করেন, সেখানে যেন ছালাত আদায় করেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা যেন পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদেরকে কোন কষ্ট না দেন এবং তিনি যেন প্রকাশ্যে ছালাত আদায় ও তেলাওয়াত না করেন। কেননা আমরা আশঙ্কা করছি যে, তিনি

(প্রকাশ্যে এসব করে) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিতনায় ফেলবেন। ইবনু দাগিনা এসব কথা আবুবকর (রাঃ)-কে বলল। আবুবকর (রাঃ) নিজ বাড়ীতেই তার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকেন, নিজ বাড়ীতে ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে ছালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন না। কিছু দিন পর আবুবকর (রাঃ)-এর মনে অন্য এক খেয়াল উদয় হল। তিনি নিজ ঘরের আঙিনায় একটি মসজিদ বানালেন এবং বেরিয়ে এসে সেখানে ছালাত আদায় এবং কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী-পুত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। তাদের কাছে তা ভাল লাগত এবং তাঁর প্রতি তারা তাকিয়ে থাকত। আবুবকর (রাঃ) ছিলেন অতি ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। যখন তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এতে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঘাবড়িয়ে গেল। তারা ইবনু দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে তাদের কাছে আসার পর তারা তাকে বলল, আমরা তো আবুবকর (রাঃ)-কে এই শর্তে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ গৃহে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লঙ্ঘন করে নিজ গৃহের আঙিনায় মসজিদ বানিয়েছেন এবং তাতে প্রকাশ্যভাবে ছালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করছেন। এতে আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তিনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিতনায় লিপ্ত করবেন। কাজেই আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন, তিনি যদি নিজ গৃহে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত সীমাবদ্ধ রাখতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে এসব করতে চান তবে তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা আমরা যেমন তাঁর সাথে আপনার অঙ্গীকার ভঙ্গ পসন্দ করি না, তেমনি আবুবকর (রাঃ)-এর প্রকাশ্যে ইবাদত করাটা মেনে নিতে পারি না। 'আয়েশা (রাঃ) বলেন, তারপর ইবনু দাগিনা আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, যে শর্তে আমি আপনার যিম্মাদারী নিয়েছিলাম, তা আপনি ফেরত দিন। কেননা কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তার চুক্তি করার পর আমার পক্ষ হতে তা ভঙ্গ করা হয়েছে, এমন একটা কথা আরব জাতি শুনতে পাক তা আমি আদৌ পসন্দ করি না। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমি আপনার যিম্মাদারী ফেরত দিচ্ছি এবং আল্লাহ্র আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কায় ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) (মুসলিমগণকে) বললেন, আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। আমি খেজুর বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটি কঙ্করময় স্থান দেখলাম, যা দু'টি প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যখন এ কথা বললেন, তখন যারা হিজরত করার

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ মদীনার দিকেই হিজরত করলেন। আর যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তাদের কেউ কেউ মদীনার দিকে ফিরে গেলেন। আবুবকরও (রাঃ) হিজরতের জন্য তৈরী হলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন। কেননা আমি নিশ্চিতভাবে আশা করছি যে, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হৌক, আপনি কি এমনটি আশা করেন যে, আপনি অনুমতি পাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবুবকর (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গী হবার উদ্দেশ্যে নিজেকে (আবিসিনিয়ায় হিজরত হতে) বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টো উট ছিল, সেগুলোকে চার মাস অবধি বাবলার পাতা খাওয়াতে থাকলেন' *(বুখারী হা/২২৯৭)*।

শিক্ষা :

১. *বিপদে ধৈর্যধারণ করে হক-এর উপর টিকে থাকাই প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য।*

২. *যে কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র ইবাদতে অটল থাকতে হবে।*

৩. *মনোযোগ দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করলে তা মনে প্রভাব বিস্তার করে।*

৪. *বিপদের সময় যে সহযোগিতা করে সেই প্রকৃত বন্ধু।*

আল্লাহ্র বিধান অমান্য করার ফল

আসমাউল হুসনা
জয়নাবাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের ছালাত শেষে প্রায় আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহ্র হুকুম মোতাবেক তার তা'বীর (ব্যাখ্যা) বর্ণনা করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ (আজ রাত্রে) কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি। আজ রাত্রে দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে (শাম বা সিরিয়ার দিকে) নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে তা উক্ত বসা ব্যক্তির গালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দ্বারা গাল চিরে গর্দানের পিছন পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর তার দ্বিতীয় গালের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করে। ইতিমধ্যে প্রথম গালটি ভাল হয়ে যায়। আবার সে (প্রথমে যেভাবে চিরেছিল) পুনরায় তাই করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন।

সম্মুখের দিকে চললাম। অতঃপর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চুর্ণ-বিচুর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি নিক্ষেপ করে তখন সেই ব্যক্তির মাথা ফেটে রক্ত বের হয় এবং পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যায়, তখনই সে লোকটি পুনরায় পাথরটি তুলে আনতে যায়। সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দ্বারা তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম। অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম, যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপর অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশটি ছিল প্রশস্থ যার তলদেশ আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহার শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত হতে বাহিরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হত। আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা শিথিল হত, তখন তারা পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন, সুতরাং সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম তার মধ্যেস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দাঁড়ানো। আর তার সম্মুখে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরের লোকটি যখন তা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা লোকটি যখনই বাহিরে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপরে পাথর মেরে যেখানে ছিল, পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী? সঙ্গীদ্বয় বলল, সামনে চলুন। আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শ্যামল সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল এক বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং অসংখ্য বালক। এ বৃক্ষটির খুব কাছে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। যার সম্মুখে রয়েছে আগুন, যা সে প্রজ্জ্বলিত করছে। এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করালো এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যে, এরূপ সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অতঃপর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে

বৃক্ষের আরো উপরে চড়ালো এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করালো যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম। তাতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। তখন আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাতে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলেন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কী? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ আমরা তা আপনাকে জানাবো । ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখছেন সাঁড়াশি দ্বারা যার গাল চিরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটানো হত। এমন কি তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। অতএব তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখছেন। আর যে ব্যক্তির মাথা পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখছেন, সে ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে কুরআন থেকে গাফেল হয়ে রাত্রে ঘুমাতো এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হবে, যা আপনি দেখছেন। আর আগুনের তন্দুরে যাদেরকে দেখলেন, তারা হল যেনাকারী (নারী-পুরুষ)। আর ঐ ব্যক্তি যাকে (রক্তের) নহরে দেখলেন, সে হল সুদখোর। ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে একটি বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখলেন, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। যে লোকটিকে আগুন প্রজ্জ্বলিত করতে দেখলেন, সে হল জাহান্নামের দারোগা মালেক। প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন, তা হল (জান্নাতের মধ্যে) সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। যে ঘর পরে দেখলেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিব্রাঈল এবং ইনি হলেন মীকাঈল। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘের মত কোন একটি জিনিস রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তবকবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস দেখলাম। তাঁরা বললেন, তা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেননি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/ ৪৬২১)*।

শিক্ষা :

১. *মিথ্যাবাদীর শাস্তি কঠিন হবে। তাই মিথ্যা পরিত্যাগ করতে হবে।*

২. *নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে।*

৩. *যাবতীয় অশ্লীলতা হতে দূরে থাকতে হবে।*

৪. *সূদ দেওয়া ও নেওয়া উভয় নিষিদ্ধ। যা থেকে বিরত থাকা আমাদের একান্ত কর্তব্য।*

ভ্রমণ স্মৃতি

গাযীপুর সাফারী পার্কে একদিন

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির
সহ-পরিচালক, সোনামণি
রাজশাহী মহানগরী।

আল্লাহ বলেন, 'বল, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন' *(আনকাবূত ২৯/২০)*। উক্ত আয়াত সামনে রেখে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী রোজ বুধবার 'সোনামণি' (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) প্রতি বছরের ন্যায় শিক্ষা সফর-এর আয়োজন করেছিল সাফারী পার্ক, গাযীপুর। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে আমিও এ সফরে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

যারা এ সফরে ছিলেন :

প্রথমত দায়িত্বশীলদের মধ্যে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ভাই মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, যয়নুল আবেদীন ও মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। এছাড়াও এতে যোগদান করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, ইমাম হোসাইন (পরিচালক, রাজশাহী পশ্চিম), আসাদুল্লাহ আল-গালিব (পরিচালক, রাজশাহী মহানগরী), মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক (সহ-পরিচালক, মারকায এলাকা)। দায়িত্বশীল ছাড়াও এ শিক্ষা সফরে যোগদান করেন 'মারকায'-এর হিফয ও মক্তব বিভাগসহ ১ম-৮ম পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ। সব মিলিয়ে আমরা ৮০ জন সাফারী পার্কে গিয়েছিলাম। গাযীপুরে যাওয়ার পর যেলা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র পরিচালক শরীফুল ইসলাম সহ পাঁচজন দায়িত্বশীল এ সফরে যোগদান করেন।

সফরের বর্ণনা :

তারিখ অনুযায়ী বুধবার বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আমাদের নিয়ে 'মারকায'-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে বসলেন। অতঃপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শিক্ষা সফর জ্ঞানার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তোমরা সফরে যাচ্ছ শিক্ষার উদ্দেশ্যে। এর দ্বারা তোমরা আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য জানতে পারবে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। এ সফর যেন সুন্দর হয় এবং তোমাদের দেখে অন্যেরা শেখে'। অতঃপর আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায়ী দো'আ নিয়ে রাত ১১. ১৫ মিনিটে 'সুমন স্পেশাল' বাসে সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। আমাদের সফরের আমীর ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। আমাদের বাস চলছিল আর বাসের মধ্যে

আনন্দদায়ক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হচ্ছিল। অবশেষে আমরা ফজরে টাঙ্গাইল যেলার ঘাটাইল উপযেলার সাগর দীঘির পাশে অবস্থিত ইয়াতীমখানা সংলগ্ন মসজিদে পৌঁছে জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। ছালাতের পর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইমাম ছাহেব সকলকে নিয়ে সমস্বরে বিদ'আতী তরীকায় সূরা হাশরের শেষ ৩ আয়াত পাঠ শুরু করলেন। এরই মাঝে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক সেখানে কিছু কথা বলার সময় চান। ফলে তারা তা বন্ধ করে তাকে কথা বলার অনুমতি দেন। তখন তিনি এ সব বিদ'আত পরিহার করে সুন্নাতী তরীকায় ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আর গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরেন এবং ১লা ও ২রা মার্চ ২০১৮ নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিতব্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২৮তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দেন। তারা আমাদের দাওয়াতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে সাফারী পার্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

আমরা গাযীপুর সাফারী পার্কের পাশে ভবানীপুর বাজারে পৌঁছলাম সকাল সাড়ে ৮-টায়। সেখানে নাশতার পরে ভিতর পথে পার্কে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর রাস্তায় একটা ট্রাক আটকে থাকায় আমরাও আটকে যাই। ফলে ঐখান থেকে প্রায় দেড় কি.মি. হেঁটে গিয়ে ১০-টা ১৫ মিনিটে পার্কে প্রবেশ করলাম। প্রথমে ঢুকেই দেখলাম প্রচুর গাছপালা। সামনে গিয়ে দেখলাম একটা পুকুর, যার উপরে বাঁশের মাচা দিয়ে নির্মিত একটি রেস্তোঁরা আছে। এক পর্যায়ে হাঁটতে হাঁটতে পেয়ে গেলাম মূল সাফারী পার্ক। ঘোরার জন্য ছিল ভিজিট মিনিবাস। উল্লেখ্য যে, সাফারী পার্ক মোট ১১০০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর কিছু অংশ চিড়িয়াখানা। আর কিছু অংশে রয়েছে উন্মুক্ত পশুচারণ ক্ষেত্র। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে দেওয়াল আছে যাতে এক জাতীয় প্রাণী অন্য কোন প্রাণীর সাথে মিশে একাকার হতে না পারে। যাহোক কিছুক্ষণ পর আমরা ভিজিট মিনিবাসে উঠে বসলাম। গাড়ি ছাড়ার পরে এটি গাধার এরিয়ায় ঢুকল। সেখানে শুধু গাধা আর গাধা। এরপর ঢুকল বন্য গরুর এরিয়ায়। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আছে আলাদা আলাদা এরিয়া। এরপর ঢুকল জিরাফ-জেব্রার এরিয়ায়। জেব্রার দলকে দেখলাম ঘাস খাচ্ছে। অপরদিকে জিরাফ দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা বিরাট গলাবিশিষ্ট জিরাফ দেখে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম যে, সৃষ্টিজগৎ কতই না বিস্ময়কর। এরপর গাড়ি ঢুকল ভল্লুকের এলাকায়। তারা মিষ্টি কুমড়া খাচ্ছিল। সেখান থেকে আমাদের গাড়ি ঢুকল সিংহের এলাকায়। আমাদের দলের ৩টি গাড়ির তৃতীয় নম্বরটায় ছিলাম আমি।

একেবারে সামনের গাড়িতে দৌড়ে এসে সিংহ একটা থাবা মারল। আমাদের ভয় হচ্ছিল যে, এতো দিন আমরা চিড়িয়াখানায় বন্দী সিংহ দেখেছি। আজ আমরা বন্দী, সিংহই উন্মুক্ত। না জানি কি হয়! কিন্তু না, থাবা মেরেই সরে গেল। আমরা সবাই আনন্দিত হলাম। কারণ আমরা চিড়িয়াখানায় সিংহকে আসল রূপে দেখতে পাইনা। কিন্তু এখানে সেটা পাচ্ছি। একটু পরেই আমরা বাঘের এলাকায় গেলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, একটি বাঘও দেখতে পেলাম না! সবারই মন খারাপ হল। কেউ কেউ ভাবতে লাগল এ পার্কে হয়ত কোন বাঘই নেই। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল ভুল। কারণ পরেই জানতে পারলাম যে, বাঘ আছে; কিন্তু তারা লুকিয়ে আছে। অতঃপর ঘুরে এসে বাস থেকে নামলাম। এরপর প্রথমে পাখি দেখলাম। এখানে আমরা খুব আশ্চর্য হলাম যে, বিশাল এরিয়া ঘেরা। তার মধ্যে পাখি ছাড়া মানুষ এ ঘেরার মধ্যে ঢুকে তা দেখছে এবং আমরাও দেখছিলাম। সেখানে আমরা তিনটি বিস্ময়কর জিনিস দেখলাম।

১. পাখি যেখানে রাখা আছে সেখানে দরজার উপর পর্দা দেওয়া আছে। আমরা জানি বা দেখি পর্দা সাধারণত কাপড়ের হয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, তা লোহার চিকন শিকল দ্বারা তৈরী।

২. পাখি গুলোর এত সুন্দর গঠন ও রং যা না দেখলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। প্রায় সব পাখির সাইজ এক রকম হলেও রং ছিল ভিন্ন। কারো গা সবুজ, ঠোঁট লাল। কারও আবার গা-ঠোঁট উভয়ই লাল। কারো আবার গায়ের রং কলাপাতার মত। যাহোক সেখানে আমরা ম্যাকাও, টিয়া, উটপাখি সহ নানা জাতের পাখি দেখলাম। জানতে পারলাম এখানের এক একটা পাখি বেশ দামী।

৩. পাখি যে মানুষের ডাকে সাড়া দেয় ও ঘাড়ে বসে তা আমার জানা ছিল না। পাখির খাবার প্রদানের দায়িত্বে যে ছিল, সে একটু খাবার হাতে নিয়ে পাখিকে ডাকল। কিছুক্ষণ পর পাখি চলে আসল। পাখি এসে ঐ লোকের ঘাড়ে বসল। আমাদের মধ্যে যার যার ঘাড়ে নেওয়ার শখ হল, তারা তা ঘাড়ে নিল অভিনব পদ্ধতিতে। পদ্ধতি হল ঐ লোকটা যার ঘাড়ে নেওয়ার শখ তার ঘাড়ের সাথে ঘাড় লাগালে পাখিটা তার ঘাড়ে উঠে। এভাবে আমি সহ আরো কয়েকজন পাখি ঘাড়ে নিলাম। এরপর আমরা সামনে চলতেই বিরাট দেহবিশিষ্ট হাতি হাযির। হাতি দেখে তাতে উঠার লোভ সামলাতে পারলাম না। জীবনে প্রথমবারের মত হাতির পিঠে চড়লাম। আমার সাথে প্রায় ৪০-৫০ জন হাতির পিঠে উঠল। হাতি যখন আমাদের নিয়ে বনে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যে, পড়ে যাব! আরও মনে হচ্ছিল যে, এ শক্তিশালী হাতিটা ইচ্ছা করলে আমাদের এক আছাড় দিয়ে মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু করল না। কারণ পশু-পাখিকে আল্লাহ মানুষের অনুগত করেছেন। যাহোক এর পর আমরা পর্যায়ক্রমে জলহস্তী, ক্যাঙ্গারু, ময়ূর,

কুমীর, অজগর ইত্যাদি দেখে বনের মধ্যেই নির্মিত শিশু পার্কে গেলাম। সেখানে কিছু খেলনায় আরোহণ করে আমরা আনন্দিত হলাম। অতঃপর সামনে হাঁটতে লাগলাম। ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে শেষে একটা রেস্তোঁরায় গেলাম যার নাম হল 'টাইগার রেস্টুরেন্ট'। ঢুকেই দেখলাম পুরো রেস্তোঁরা কাঁচ দিয়ে ঘেরা। কাঁচে চোখ রাখতেই দেখলাম বাংলাদেশের জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার মুখ বের করে বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু এটা বন্দী নয় বরং ছাড়া। শুধু তাই নয় হোটেলের কাঁচের বাইরে ছিল কারেন্ট আর্থিং দেওয়া। ঐ রেস্টুরেন্টটি বাঘের এলাকার মধ্যেই অবস্থিত। বাঘ দেখে সবাই আনন্দিত হল এবং আমাদের সবারই ক্লান্তি যেন নিমিষেই দূর হয়ে গেল। আর সবার ইচ্ছাও পূরণ হল। এ পার্কটি সুন্দর ভাবে ঘোরা-ফেরার জন্য গাযীপুর 'সোনামণি'র পরিচালক শরীফ ভাইয়ের বন্ধু নযরুল ইসলামের আন্তরিক সহযোগিতা ছিল অতুলনীয়। আমরা তার প্রতি এবং গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সত্যিই সংগঠন না থাকলে সফরটি এত সুন্দর ও সফল হতো না। অতঃপর আমরা দুপুরে খেয়ে, পার্শ্ববর্তী মসজিদে ছালাত পড়ে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে বিকাল সাড়ে ৪-টায় রওয়ানা হই। অতঃপর প্রথম রাত পেরিয়ে মধ্যরাতে ১-টা ৫৫ মিনিটে মারকাযে পৌঁছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

পরিশেষে বলব, সফর না করলে আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য জানা যায় না। সাফারী পার্কের ভিতরের দৃশ্য ও পশুর চেহারা দেখে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও পার্কটি কৃত্রিমভাবে তৈরি, তবুও আল্লাহ তার ধন ভাণ্ডারে এত উর্বরতা দান করেছেন এবং পাশাপাশি মানুষকে তাঁর বুদ্ধির ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান দিয়ে এত সুন্দরভাবে কর্ম বাস্তবায়নের তাওফীক দিয়েছেন এগুলোর জন্য মানুষের অন্তর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্র প্রতি অনুগত হওয়ার কথা। এ সফর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহ্র প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর হুকুম যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

➲ 'হক পরিবেশ বদলায়, পরিবেশ হক বদলায় না; হক মৌসুমে মৌসুমে পরিবর্তন হয় না'

➲ 'ভাল ও মন্দ বাছাইয়ের জন্য হকপন্থী সংগঠনের উপর মাঝে মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরীক্ষা নেমে আসে'

➲ 'কঠিন বিপদে অসহায় অবস্থায় কেবলমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই সাহায্য চাইতে হবে'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

২০. তওবা ও ইস্তেগফার (অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা) : আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে' *(নূর ২৪/৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাও। কেননা আমি দৈনিক একশ' বার তওবা করি *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫)*। তিনি বলেন, 'আল্লাহ সবচেয়ে খুশী হন বান্দা তওবা করলে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩২)*। তিনি আরও বলেন, كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ 'সকল আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে সেরা তারাই, যারা তওবাকারী' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৪১)*।

তওবা শুদ্ধ হবার শর্তাবলী : আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয় হলে তওবা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হ'ল তিনটি। (১) ঐ পাপ থেকে বিরত থাকবে (২) কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হবে (৩) ঐ পাপ পুনরায় না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। আর যদি পাপটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহ'লে তাকে ৪র্থ শর্ত হিসাবে বান্দার নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে। কোন হক বা কিছু পাওনা থাকলে তাকে তা বুঝে দিতে হবে। নইলে তার তওবা শুদ্ধ হবে না' *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অনুচ্ছেদ)*।

তওবার দো'আ :

(১) أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ *'আস্তাগফিরুল্লা-হালাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'* (আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক এবং আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি) *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩)*।

(২) لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ *'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়া-লিমীন'* (হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন কোন মুসলিম কোন সমস্যায় এই দো'আর মাধ্যমে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে, যা ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে করেছিলেন, তখন আল্লাহ তার আহ্বানে সাড়া দেন *(আম্বিয়া ২১/৮৭; তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৯২)*।

(৩) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ *রব্বিগফিরলী ওয়া তুব 'আলাইয়া, ইন্নাকা আনতাত তাউওয়া-বুর রহীম'* (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর ও আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান) ১০০ বার *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫২)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৯৩-২৯৪)।

গল্পে জাগে প্রতিভা

লোভী ইঁদুর

মেছবাহুল ইসলাম, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একদিন একটি ইঁদুর মুদি দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে একটি চালের বস্তা দেখতে পেল। তার চাল খাওয়ার খুব লোভ হল। তাই চালের বস্তা ফুটো করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। প্রচুর চাল খেল। তারপর সে বস্তার ভেতর থেকে বের হতে চাইল। কিন্তু সে নড়তে পারছিল না। ফলে সে বস্তার ভেতর থেকে বের হতে পারল না। সে মনে মনে ভাবল আজকে এখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। কালকে পেট কমলে বস্তা থেকে বের হয়ে চলে যাব। এই বলে সে বস্তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভাঙ্গল। পেট কমে গেছে। তার আবার চাল খাওয়ার লোভ হল। আবারও প্রচুর চাল খেয়ে ভাবল এখানেই ঘুমিয়ে পড়ি; কালকে পেট কমলে চলে যাব। সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে ঐ পাশদিয়ে একটি বিড়াল যাচ্ছিল। ইঁদুরের শব্দ পেয়ে সে বস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং ইঁদুরকে খেয়ে ফেলল।

শিক্ষা :

১. বেশী লোভ ভাল নয়।

২. অতি লোভ করলে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনবে।

হিংসা

হাফিযুল ইসলাম, হিফয বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক ব্যক্তি বিবাহ করার কিছুদিন পরেই মারা গেল। তার স্ত্রী সব সময় শাশুড়ির সাথে ঝগরা করত। একদিন তার স্ত্রী তার পিতার ডাক্তার বন্ধুর নিকট গিয়ে বলল, আমার শাশুড়ির সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়; তাই আমি আপনার নিকটে বিষ চাচ্ছি আমার শাশুড়িকে মারার জন্য। তখন ডাক্তার একটি কৌটা দিয়ে বললেন, এটি তোমার শাশুড়িকে ভিটামিন বলে খাওয়াবে এবং তার সাথে সদাচরণ করবে। এই ঔষধ কার্যকরী হতে একটু দেরী হবে। তখন মহিলাটি চলে গেল। অতঃপর সে তার শাশুড়িকে ঔষধ খাওয়াতে লাগল এবং সদাচারণ করতে লাগল। এক পর্যায়ে সে তার শাশুড়িকে এমন ভালবেসে ফেলল যে, শেষ পর্যন্ত সে তার পিতার সেই বন্ধুর নিকট গিয়ে বলল, আমি আমার শাশুড়িকে ভালবাসি, আপনি আমাকে যে ঔষধ দিয়েছিলেন তা ফেরৎ নিন এবং এর অপকারিতা থেকে বাঁচার জন্য ভিটামিন দিন। তখন ডাক্তার বললেন, তুমি যখন আমার নিকট এসেছিলে আমি তখন ভাবছিলাম, একটা মানুষকে হিংসা করে মারা মহাপাপ। তাই আমি বিষের বদলে ভিটামিন দিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন- আমীন!

শিক্ষা :

১. হিংসা করা মহাপাপ।

ক বি তা গু চ্ছ

রিকশাওয়ালা

শফীকুল ইসলাম
কনইল, সদর, নওগাঁ।

হেলে দুলে চলে রিকশা ছোট গাড়ি ভাই,
কত যাত্রী ওঠে নামে হিসাব আমার নাই
রোদে পুড়ে বৃষ্টি ভিজে ঘুরি কত পথ,
ন্যায্য ভাড়া দিতে লোকের কত অভিমত।
অভাব নিয়ে জন্ম আমার চিন্তা ভাবনা ঢের,
কেউবা ধনী কেউবা গরীব কপালেরি ফের।
ছেলে-মেয়ে প্রাণের বিবির কপালে হাত হায়!
কখন আমি ফিরব ঘরে থাকে প্রতীক্ষায়।
ফিরলে ঘরে একই সাথে খাব সবাই ভাত,
ছেলে-মেয়ে আমার হাতে ধুয়ে নেবে হাত।
কাজের চাপে ফিরতে কভু হয় যে নিশি ভার,
আমার তরে জেগে সবাই কেঁদে একাকার।
সবার আশিস সঙ্গে আছে সাহস ভরা বুক,
কাজের শেষে বাড়ী এসে দেখি সবার মুখ।
সবার মুখটা দেখে আমার সকল দুঃখ শেষ,
ছোট বাড়ী ছোট আশা সুখে আছি বেশ।

পণ

নুসাইবা আক্তার
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

সত্য-কথা বলব,
সত্য-পথে চলব।
মিথ্যা কথা বলব না,
হিংসা বিবাদ করব না।
কুরআন হাদীছ পড়ব,
জীবনটাকে গড়ব।
এই করেছি পণ
আল্লাহ সহায় হৌন!

রাগ

নাজমুন্নাহার, কুল্লিয়া শেষ বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রাগ তুমি কর বর্জন
ভালো গুণ হবে অর্জন
রাগের করলে অনেক কিছু
হয়ে যায় শেষ,
ক্ষণিকের জন্য মনে কর
এটাই মধুর বেশ।
মনে কর আসলেই তুমি
অনেক বড় বীর,
থাকলে রাগ সমাজে তোমার
নত হবে শির।
রাগ বর্জনে হবে তোমার
বীরত্বের পরিচয়,
সবার সাথে ভালো আচরণে
হবে তোমার জয়।
রাগ হলে ওযূ কর
না হয় পড় বসে,
তা নাহলে শয়তান তোমায়
ধরবে আরো কষে।
মুসলিম হয়ে কেন তুমি
শয়তানকে দিবে ঠাঁই,
শয়তান যেন বিজয়ী না হয়
খেয়াল রাখা চাই।
ছোট্ট সোনামণি
জগতের সৌন্দর্য্য তুমি।
রাগ হলে রাগ না করে
উত্তম বুঝানো চাই,
সবাই তোমায় বাসবে ভালো
কোন চিন্তা নাই।

এ ক টু খা নি হা সি

অবাক কাণ্ড

মুহাম্মাদ, মুখতার হোসাইন
হরিপুর বাড়িগ্রাম দাখিল মাদরাসা
ঠাকুরগাঁও।

দুই বন্ধুর কথা হচ্ছে রাজশাহী থেকে ফিরে আসার পর...

১ম বন্ধু : তোমার মামার বাড়ী গিয়ে কী কী দেখলে?

২য় বন্ধু : কী কী দেখলাম! আমি ওখানে গিয়ে প্রথমে দেখলাম যে অনেক বড় বড় আম সাজানো আছে। আমার দেখেই পেট ভরে গেছে।

১ম বন্ধু : তোমার দেখেই পেট ভরে গেছে তো আমার জন্য কিনে আনলেই পারতে।

২য় বন্ধু : পাগল ঐগুলো কি কেনা সম্ভব?

১ম বন্ধু : কেন! কতই দাম যে, আমার জন্য কিনে আনতে পারলে না?

২য় বন্ধু : আসলে ঐগুলো কিনার আম নয়।

১ম বন্ধু : তাহলে বুঝি ফ্রী ফ্রী দেয়!

২য় বন্ধু : তোমাকে যে কি করে বলি ঐগুলো আসলে কিনা বা খাওয়ার আম নয়।

১ম বন্ধু : তবে কিসের আম?

২য় বন্ধু : ঐগুলো আসলে সিমেন্টের আম। ঐ যে রাজশাহীর আম চত্বরে তিনটি আম সাজানো আছে, ঐগুলোর কথাই বলছি।

১ম বন্ধু : ওহ! এই কথা। আমাকে আগে বললেই তো পারতে।

শিক্ষা : *আল্লাহ প্রদত্ত আম ও মানুষের তৈরী আম এক নয়। তাই সর্বদা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করতে হবে।*

নাস্তিকের কড়া জবাব

আতিয়া, ৯ম শ্রেণী
আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নাস্তিক : দাড়ি রাখা যরূরী নয়।

আলেম : কেন?

নাস্তিক : কারণ মানুষের জন্মের সময় দাড়ি থাকে না। তাই আমি দাড়ি রাখিনি।

আলেম : মানুষের জন্মের আগে দাঁত থাকে না, তাই জলদি আপনার দাঁত ফেলে দিন।

শিক্ষা :

১. যুক্তি দিয়ে ইসলাম চলে না। যদি তাই হত তাহলে মোযার উপরে 'মাসাহ' (স্পর্শ) না করে নিচে করতে হবে (আবুদাঊদ হা/১৬২; বুলূগুল মারাম হা/৫৭)।

২. দাড়ি রাখা ইসলামের বিধান। যা পালন করা একান্ত কর্তব্য।

ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ২য় শ্রেণী
আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিক্ষক : বল তো, চিড়িয়াখানায় বাঘ-ভল্লুক কী খেয়ে বাঁচে?

ছাত্র : স্যার, নিশ্চয় চিড়া খেয়ে বাঁচে।

শিক্ষক : ব্যাটা গর্দভ কোথাকার!

ছাত্র : আফ্রিকার, স্যার।

শিক্ষক : তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই।

ছাত্র : চুল আছে স্যার!

শিক্ষা :

১. *শিক্ষকের উচিত ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া এবং সে না বুঝলে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।*

২. *ছাত্রদের বাজে কথা বলে তিরস্কার করা উচিত নয়।*

বোকা পুলিশ

মাযহারুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক আসামীকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে থানায়। আসামী অত্যন্ত চতুর। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালানোর জন্য বলছে...

আসামী : স্যার, আমার পিপাসা লেগেছে। আপনি এখানে থাকেন আমি পানি পান করে আসি।

পুলিশ : হ্যাঁ তোমার বুদ্ধি তো দারুণ! তুমি আমাকে এখানে রেখে পানি পান করতে গিয়ে পালাবে। বরং তুমি এখানে থাক আমি পানি নিয়ে আসছি। এদিকে আসামী উধাও!

শিক্ষা :

অপরাধী নিজেকে বাঁচানোর জন্য নানা কৌশল করে থাকে। তাই আমাদের সজাগ হতে হবে।

আমার দেশ

ঐতিহাসিক ছোট সোনা মসজিদ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

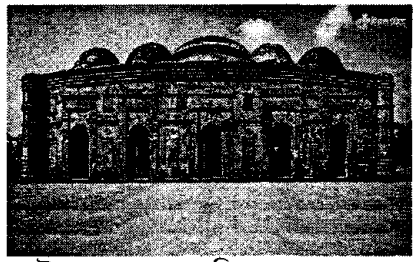

ছোট সোনা মসজিদ বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মসজিদ। প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে পিরোজপুর গ্রামে এ স্থাপনাটি নির্মিত হয়েছিল, যা বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার শিবগঞ্জ উপযেলার অংশ। সুলতান আলাউদ্দীন শাহ-এর শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে) ওয়ালী মুহাম্মাদ নামে এক ব্যক্তি এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদের মাঝের দরজার উপর প্রাপ্ত এক শিলালিপি থেকে এ তথ্য জানা যায়। তবে লিপির তারিখের অংশটুকু ভেঙে যাওয়ায় নির্মাণকাল জানা যায়নি। মসজিদটি মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। এটি হোসেন-শাহ স্থাপত্য রীতিতে তৈরি।

নামকরণ :

এই মসজিদটিকে বলা হত 'গৌড়ের রত্ন'। এর বাইরের দিকে সোনালী রং-

এর আস্তরণ ছিল, সূর্যের আলো পড়লে এ রং সোনার মত ঝলমল করত। প্রাচীন গৌড়ে আরেকটি মসজিদ ছিল যা বড় সোনা মসজিদ নামে পরিচিত। এটি তৈরি করেছিলেন সুলতান নুসরাত শাহ। সেটি ছিল আরও বড়। তাই স্থানীয় লোকজন এটিকে ছোট সোনা মসজিদ বলে অবহিত করতো, আর গৌড় নগরীর মসজিদটিকে বলতো বড় সোনা মসজিদ।

বহির্ভাগ :

মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ৮২ ফুট লম্বা ও পূর্ব-পশ্চিমে ৫২.৫ ফুট চওড়া। উচ্চতা ২০ ফুট। এর দেওয়ালগুলো প্রায় ৬ ফুট পুরু। দেওয়ালগুলো ইটের, কিন্তু মসজিদের ভেতরে ও বাইরে পাথর দিয়ে ঢাকা। তবে ভেতরের দেয়ালে যেখানে খিলানের কাজ শুরু হয়েছে, সেখানে পাথরের কাজ শেষ হয়েছে। মসজিদের খিলান ও গম্বুজগুলো ইটের তৈরি। মসজিদের চারকোণে চারটি বুরুজ আছে। এগুলোর ভূমি নকশা অষ্টকোণাকার। বুরুজগুলোতে ধাপে ধাপে বলয়ের কাজ আছে। বুরুজগুলোর উচ্চতা ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত। মসজিদের পূর্ব দেওয়ালে পাঁচটি খিলানযুক্ত দরজা আছে। খিলানগুলো বহুভাগে বিভক্ত (multiple cusped)। এগুলো অলংকরণে সমৃদ্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে আছে তিনটি করে দরজা। তবে উত্তর দেওয়ালের সর্ব-পশ্চিমের দরজাটির জায়গায় রয়েছে সিঁড়ি। এই সিঁড়িটি উঠে গেছে মসজিদের অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম দিকে দোতলায় অবস্থিত একটি বিশেষ কামরায়। কামরাটি পাথরের স্তম্ভের উপর অবস্থিত। মসজিদের গঠন অনুসারে এটিকে জেনানা-মহল বলেই ধারণা করা হয়। তবে অনেকের মতে এটি জেনানা-মহল ছিল না, এটি ছিল সুলতান বা শাসনকর্তার নিরাপদে ছালাত আদায়ের জন্য আলাদা করে তৈরি একটি কক্ষ, অর্থাৎ বাদশাহ্-কা-তাখত্।

অন্তর্ভাগ :

মসজিদটির অভ্যন্তর্ভাগ কালো ৮টি স্তম্ভ দ্বারা উত্তর দক্ষিণে তিনটি আইল ও পূর্ব-পশ্চিমে পাঁচটি সারিতে (bay) বিভক্ত। এই পাঁচটি সারির মাঝের সারিটি ১৪'৫" চওড়া, বাকি সারিগুলো ১১'৪" চওড়া। পূর্ব দেওয়ালের পাঁচটি দরজা বরাবর মসজিদের অভ্যন্তরে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব। এদের মধ্যে মাঝেরটি আকারে বড়। প্রতিটির নকশাই অর্ধ-বৃত্তাকার। মিহরাবগুলোতে পাথরের উপর অলংকরণ রয়েছে। সর্ব-উত্তরের মিহরাবটির উপরে দোতলার কামরাটিতেও একটি মিহরাব রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরের ৮টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর তৈরি হয়েছে মসজিদের ১৫টি গম্বুজ। মাঝের মিহরাব ও পূর্ব দেয়ালের মাঝের দরজার মধ্যবর্তী অংশে ছাদের উপর যে গম্বুজগুলো রয়েছে সেগুলো বাংলা চৌচালা গম্বুজ। এদের দু'পাশে দু'সারিতে তিনটি করে মোট ১২টি গম্বুজ রয়েছে। এরা অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজ। এ মসজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, বাইরের যে

কোনো পাশ থেকে তাকালে কেবল পাঁচটি গম্বুজ দেখা যায়, পেছনের গম্বুজগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না।

অলংকর :

পুরো মসজিদের অলংকরণে মূলত পাথর, ইট, টেরাকোটা ও টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে। এদের মাঝে পাথর খোদাই-এর কাজই বেশী। মসজিদের সম্মুখভাগ, বুরুজসমূহ, দরজা প্রভৃতি অংশে পাথরের উপর অত্যন্ত মিহি কাজ রয়েছে, যেখানে লতাপাতা, গোলাপ ফুল, ঝুলন্ত শিকল, ঘণ্টা ইত্যাদি খোদাই করা আছে। ফ্যাসাদগুলোতে দুই সারিতে প্যানেলের কাজ রয়েছে, নিচেরগুলো উপরের প্যানেলগুলোর চাইতে আকারে বড়। দরজাগুলোর মাঝের অংশে এই প্যানেলগুলো অবস্থিত। দরজাগুলো অলংকরণযুক্ত চতুষ্কোণ ফ্রেমে আবদ্ধ। খিলানগুলো পাথর খোদাই-এর অলংকরণযুক্ত। দু'টি খিলানের মধ্যভাগেও (spandrel) পাথরের অলংকরণ রয়েছে। মাঝের দরজাটির উপরে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। ক্রেইটন ও কানিংহামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এক সময় বাইরের দিকে পুরো মসজিদটির উপর সোনালী রঙের আস্তরণ ছিল, মতান্তরে কেবল গম্বুজগুলোর ওপর। গম্বুজগুলোর অভ্যন্তর্ভাগ টেরাকোটা সমৃদ্ধ।

অপরাপর স্থাপনা সমূহ :

১. মূল মসজিদের আঙিনায় ঢোকার পথে একটি তোরণ আছে। এর বাইরের দিকটি পাথর দিয়ে ঢাকা ছিল। এটি ২.৪ মিটার চওড়া। উচ্চতা ৭.৬ মিটার। তোরণটি মসজিদের মাঝের দরজা বরাবর অবস্থিত।

২. তোরণের সামান্য পূর্বে বাঁধানো মঞ্চের ওপর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর দু'টি কবর রয়েছে। দু'টি কবরই কালো পাথরের উপরে উঠে যাওয়া সিঁড়িসদৃশ স্তরযুক্ত, সবচেয়ে উঁচুতে যে স্তরটি রয়েছে তা ব্যারেল আকৃতির। এতে পবিত্র কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত ও আল্লাহ্র নাম লেখা রয়েছে। কবর দু'টি কার তা জানা যায় না, তবে ধারণা করা হয় নির্মাতা ওয়ালী মুহাম্মাদ ও তাঁর স্ত্রীর। আবার কানিংহ্যামের অনুমান অনুসারে এ দু'টি ছিল ওয়ালী মুহাম্মাদ ও তাঁর পিতা আলীর। মঞ্চটি পূর্ব-পশ্চিমে ৬.২ মিটার ও উত্তর-দক্ষিণে ৪.২ মিটার চওড়া। উচ্চতা ১ মিটার। এর চার কোণে পাথরের চারটি কলাম রয়েছে।

৩. মূল মসজিদের উত্তর দিকে একটি দিঘী রয়েছে, এককালে এতে বাঁধানো ঘাট ছিল।

৪. বর্তমানে স্থাপনাটির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দু'টি কবর রয়েছে যা ১.৩ মিটার উঁচু একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এ কবর দু'টি ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ও মেজর নাজমুল হক টুলুর। এরা দু'জনেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

সংগ্রহে : *মাযহারুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী*
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

⇨ পানির ওযনের তুলনায় বাতাসের ওযন কত?

উত্তর : পানির ৮০০ ভাগের এক ভাগ।

⇨ বায়ুমণ্ডলের ৩০০ মাইল উপরে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত এক এক বর্গ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে বাতাসের ওযন কত?

উত্তর : বাতাসের ওযন হচ্ছে ১৪.৭ পাউন্ড।

⇨ একজন মানুষের শরীরে বায়ুর চাপ পড়ে কত পাউন্ড?

উত্তর : প্রাই ৩০ হাযার পাউন্ড।

⇨ বাতাসে শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে কত?

উত্তর : বাতাসে শব্দের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩৪১ মিটার।

⇨ আমাদের মাথার উপরে বায়ুমণ্ডলের সীমানা বলে ধরা হয় কতদূর পর্যন্ত?

উত্তর : ৩০০ থেকে ৩৫০ মাইল পর্যন্ত।

⇨ বছরের কোন দিন সবচেয়ে বড়?

উত্তর : ২১শে জুন।

⇨ বছরের কোন দিন সবচেয়ে ছোট?

উত্তর : ২২শে ডিসেম্বর।

⇨ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী একবার ঘুরে আসতে কত সময় লাগে?

উত্তর : ৩৬৫দিন ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ড।

রহস্যময় পৃথিবী

পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য সমুদ্র সৈকত

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।

পৃথিবীর আশ্চর্যতম সুন্দর স্থান সমূহের অন্যতম সমুদ্র সৈকত। অনেকে সমুদ্র সৈকতকে স্বপ্ন দেখার স্থান বলে থাকেন। পৃথিবীতে এমন কিছু সমুদ্র সৈকত রয়েছে যার বিশালতা ও সৌন্দর্য যে কাউকে মুগ্ধ করে তুলবে।

পর্তুগালের লাগোয়া সমুদ্র সৈকত :

সামনে নীল-আর সবুজের অন্তরঙ্গ মিলেমিশে একাকার চলা পানি রাশি। আর বালি পাথরের সৌন্দর্যে যে কেউ মুগ্ধ হবেই।

প্লেগ দেশ রোচেস সমুদ্র সৈকত :

অবশ্যই একবার ঘুরে আসবেন। কারণ এখানকার বীচের রঙ একেবারে সবুজ।

মনে হবে ঘাসের উপর বসে রয়েছেন। আসলে কিন্তু বালি।

ইকুয়েডরের গালাপাগোস সমুদ্র সৈকত :

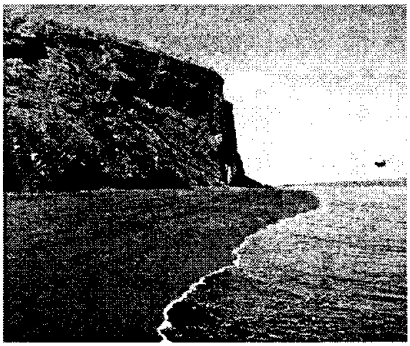

এ সমুদ্র সৈকতের রঙ অসাধারণ। একেবারে লাল। আসলে এই অঞ্চলে অনেক আগ্নেয়গিরি রয়েছে। আর সেটা থেকে নির্গত লাভা মিশে সমুদ্র সৈকতের রঙ হয়ে যায় একেবারে লাল। অনেকটা সুড়কির সমুদ্র সৈকত মনে হবে।

নিউজিল্যান্ডের মোইরাকি কোয়েকোহে সমুদ্র সৈকত :

এই সমুদ্র সৈকতের আকর্ষণ পাথর। এখানে দীর্ঘদিন থেকে পড়ে থাকা পাথর আপনার মন ভালো করে দেবে। কারণ এ বীচের পাথরগুলো সবই এক সাইজের (গোল)।

আমেরিকার পেফিফার সমুদ্র সৈকত :

এ সৈকতে গেলে যেমনটা রঙের বালি দেখতে পাওয়া যাবে, তেমনটা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যাবে না। কারণ এখানে পাবেন পার্পল রঙের সমুদ্র সৈকত। আমেরিকায় গেলে অবশ্যই এখানে যাবেন।

অস্ট্রেলিয়ার নেলসন বে সমুদ্র সৈকত :

এখানে গেলে আপনি সমুদ্রের পানি কিংবা বালির রঙ নয়, মুগ্ধ হবেন এখানকার বীচে শামুক, ঝিনুকের খোল পড়ে থাকতে দেখে। গোটা সমুদ্র সৈকতটাই ঢেলে সাজানো থাকে ঝিনুকের খোলে।

সাহিত্যাঙ্গন

বাংলা ব্যাকরণ

সংগ্রহে : জামীলা, কুল্লিয়া শেষ বর্ষ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

⇨ ভাষার মৌলিক উপাদান কী এবং কেন?

উত্তর : ভাষার মৌলিক উপাদান শব্দ। কারণ শব্দেই প্রথম অর্থের সংশ্লিষ্টতা দেখা দেয়। ধ্বনিতে অর্থে সংশ্লিষ্টতা নেই। ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু অর্থবাচকতা প্রকাশ করা, সেহেতু এক্ষেত্রে শব্দ ভাষার মৌলিক উপাদান।

⇨ ব্যাকরণের সার্বিক আলোচ্য বিষয় কয়টি ও কী কী?

উত্তর : ধ্বনিতত্ত্ব; শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব; বাক্যতত্ত্ব; ছন্দ ও অলঙ্কার প্রকরণ; বাগর্থ বিজ্ঞান বা অর্থতত্ত্ব; অভিধানতত্ত্ব।

⇨ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?

উত্তর : ধ্বনি, এর উচ্চরণরীতি, উচ্চরণের স্থান, ধ্বনি পরিবর্তন, সন্ধি, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ইত্যাদি।

⇨ রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?

উত্তর : শব্দ, শব্দের গঠন, বচন, লিঙ্গ, কারক, পুরুষ, উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, সমাস, পদের পরিচয়, ক্রিয়া প্রকরণ।

⇨ বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কী?

উত্তর : বাক্যের সঠিক গঠন প্রণালী, পদক্রম, পদের স্থান, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংযোজন, বাক্য সংকোচন, প্রবাদ-প্রবচন, বিরামচিহ্ন ইত্যাদি।

দেশপরিচিতি

শ্রীলংকা

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক অব শ্রীলংকা।

রাজধানী : শ্রী জয়াবর্ধনেপুর (বাণিজ্যিক কলম্বো)।

আয়তন : ৬৫,৬১০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ২.০৮ কোটি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ০.৫%।

ভাষা : সিংহলি ও তামিল।

মুদ্রা : রুপি।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : বৌদ্ধ (৬৯.৩%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯১%।

মুসলিম হার : ৯%।

মাথাপিছু আয় : ১০,৭৮৯ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৫.০ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ সাল।

জাতীয় দিবস : ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল।

'তোমরা সম্পদ আহরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে প্রত্যেকটি পাথর উলটিয়ে আঁচড়ে দেখছো; কিন্তু যাদের জন্য তোমাদের সমস্ত জীবনের কঠোর শ্রমের ফল রেখে যাবে, সেই সন্তানদের যথার্থভাবে মানুষ করার জন্য কতটুকু সময় ব্যয় করছো?'

-সক্রেটিস

যেলা পরিচিতি

শরীয়তপুর

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১লা মার্চ ১৯৮৪।

আয়তন : ১,১৭৪.০৫ বর্গ কিলোমিটার।

সীমা : শরীয়তপুর যেলার পূর্বে পদ্মা ও মেঘনা নদী এবং চাঁদপুর; পশ্চিমে মাদারীপুর; উত্তরে মুন্সিগঞ্জ ও পদ্মা নদী এবং দক্ষিণে বরিশাল যেলা অবস্থিত।

উপযেলা : ৬টি। শরীয়তপুর সদর, ডামুড্যা, নড়িয়া, ভেদরগঞ্জ, জাজিরা ও গোসাইরহাট।

পৌরসভা : ৬টি। শরীয়তপুর, ভেদরগঞ্জ, ডামুড্যা, জাজিরা, নড়িয়া ও গোসাইরহাট।

ইউনিয়ন : ৬৫টি।

গ্রাম : ১,২৫৪টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : পদ্মা, মেঘনা, পালং ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : ধানুকার মনসা বাড়ী, ফতেহজংপুর দূর্গ, কেদারবাড়ী ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : আবু ইসহাক (কথা সাহিত্যিক), (গোলাম মাওলা ভাষা আন্দোলন-এর নেতা), কবি অতুলপ্রসাদ সেন [জন্ম ঢাকা], আব্দুর রাযযাক (রাজনীতিবিদ), কর্নেল অব. শওকত (সাবেক ডেপুটি স্পীকার) প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক পাতা

কতিপয় ভৌগোলিক উপনাম

ইবরাহীম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনার অন্তঃপুর	ইস্তামবুল (তুরস্ক)
পবিত্র পাহাড়	ফুজিয়ামা (জাপান)
প্রাচ্যের ম্যানচেস্টার	ওসাকা (জাপান)
প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন	জাপান
চীনের দুঃখ	হোয়াংহো (চীন)
চীনের নীল নদ	ইয়াং সিকিয়াং (চীন)
সকালবেলার শান্তি	কেনিয়া
প্রাচ্যের ভেনিস	ব্যাংকক (থাইল্যাণ্ড)
পৃথিবীর ছাদ	পামির মালভূমি
সমুদ্রের বধূ	গ্রেট ব্রিটেন
ব্রিটেনের বাগান	কেন্ট (ইংল্যাণ্ড)
ইউরোপের ককপিট	বেলজিয়াম
হারকিউলিসের স্তম্ভ	জিব্রাল্টার মালভূমি
উত্তরের ভেনিস	স্টকহোম (সুইডেন)
পৃথিবীর গুদামঘর	মেক্সিকো
শ্বেতাঙ্গদের কবরস্থান	গিনিকোস্ট
আফ্রিকার হৃদয়	সুদান
পৃথিবীর চিনির আধার	কিউবা
বিগ আপেল	নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র)
পৃথিবীর কসাইখানা	শিকাগো (যুক্তরাষ্ট্র)
পশ্চিমের জিব্রাল্টার	কুইবেক (কানাডা)
বিশ্বের রুটির ঝুড়ি	উত্তর আমেরিকার প্রেইরি
দক্ষিণের রাণী	সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)
দক্ষিণের গ্রেট ব্রিটেন	নিউজিল্যাণ্ড
প্রাচ্যের মুক্তা	সিঙ্গাপুর

সাংগঠন পরিক্রমা

সরনজাই, তানোর, রাজশাহী ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার তানোর উপযেলাধীন সরনজাই খাঁপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গোপালপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইন ও সহ-পরিচালক আনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে হালীমা খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোদাগাড়ী উপযেলাধীন ঝিনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। গোদাগাড়ী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগরের সহ-পরিচালক রাক্বীবুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইন ও সহ-পরিচালক রূহুল আমীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মাসঊদ রানা ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জামালুদ্দীন।

মুসলিমপাড়া, সদর, রংপুর ২৬শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় মুসলিমপাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক লাল মিয়া, 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুন নূর, 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম ও সহ-পরিচালক শাহীনুর

রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি নাফীস আহনাফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র যেলা সহ-পরিচালক খুরশেদ আলম।

ভবানীগঞ্জ, বাগমারা, রাজশাহী ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ভবানীগঞ্জ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অত্র উপযেলা সোনামণি পরিচলনা পরিষদ পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান ও যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুকাম্মাল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এস.এম. সিরাজুল ইসলাম মাস্টার ও যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক খায়রুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন শহীদুল ইসলাম।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গিয়ে তাকে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম হা/২২৩০; মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

প্রাথমিক চিকিৎসা

যে সব খাবার শিশুদের উপযোগী নয়

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

পুষ্টিকর খাবার হলেই তা শিশুদের খাওয়ার উপযুক্ত হবে, এমন কোনো বিষয় নয়। বহু খাবার আছে যা বড়দের উপযুক্ত হলেও এক বছরের নিচের শিশুদের উপযুক্ত নয়। এমনি কিছু খাবারের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হল-

১. কমলা, লেবু, জাম্বুরা :

শিশুদের যেকোনো ফল খাওয়ানোর কথা বলা হলেও সব ফল উপকারী নয়। বিশেষ করে স্ট্রবেরি ও বেরি-জাতীয় ফলে এমন ধরনের প্রোটিন রয়েছে যা শিশুদেহের পক্ষে হজম করা কঠিন। কমলা বা জাম্বুরার মতো সাইট্রাস ফলও পাকস্থলীতে সমস্যা করে। অন্তত এক বছর বয়সের আগে এগুলো খেতে দেওয়া উচিত নয়।

২. সুস্বাদু খাবার :

প্যাকেট করা দারুণ ফ্লেভার এবং স্বাদের খাবার শিশুকে খাওয়ানো হয়। বাবা-মায়েরা মনে করেন, দেখতে সুন্দর খাবারগুলো নিশ্চয়ই পুষ্টিকর। এক গবেষণায় বলা হয়, উজ্জ্বল বর্ণ এবং নানা ফ্লেভারে পূর্ণ খাবার গর্ভাবস্থায় শিশুর বেড়ে ওঠায় বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই শিশুর দেহে তা মোটেও ভাল কিছু দিতে পারে না।

৩. গরুর দুধ :

জন্মের প্রথম বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য মায়ের বুকের দুধ ছাড়া আর কোনো দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দুধে এমন খনিজ থাকে যা শিশুদের কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই এক বছর পেরিয়ে গেলেও গরুর দুধ শিশুদের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। শিশু একটু বড় হলে তখন ধীরে ধীরে গরুর দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে।

৪. ডিমের সাদা অংশ :

যদিও ডিমের সাদা অংশের পুষ্টিগুণ বলে শেষ করা যাবে না। তবু চিকিৎসকরা শিশু স্বাস্থ্যে একে হুমকি বলেই মনে করেন। এক বছর বয়সী শিশুদের জন্য ডিমের কুসুম ঠিক আছে, কিন্তু সাদা অংশ আরও কিছুদিন পর থেকে খাওয়াতে হবে।

৫. শক্ত ও গোলাকার খাবার :

প্রাকৃতিক খাবার বা হাতে বানানো যাই হোক না কেন, শক্ত ও গোলাকার কোনো খাবারই শিশুদের জন্য ভালো নয়। আমলকি, বাদাম, ভুট্টা ইত্যাদি এ তালিকায় রয়েছে।

৬. ফলের রস :

ফলের রসের চেয়ে ফল খাওয়া বেশী উপকারী। শিশুদের ক্ষেত্রে ঘটনাটি বেশী সত্য। ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ ফলের রস যে এসিড উৎপন্ন করে তা শিশুদেহে মারাত্মক ক্ষতি করে।

৭. কাঁচা ও আধা রান্না করা খাবার :

কাঁচা যেকোনো খাবারই বাচ্চাদের জন্য ক্ষতিকর। এ ছাড়া পুরোপুরি রান্না হয়নি, এমন খাবারও তাদের মুখে তোলা যাবে না। এতে তাদের বিপাকক্রিয়ায় ব্যাপক ঝামেলা লেগে যায়।

৮. প্রক্রিয়াজাত হোয়াইট সিরিয়াল :

প্রক্রিয়াজাত সাদা রাইস ফ্লাওয়ার সিরিয়াল শিশুদের বেশী বেশী খাওয়ানো হয়। অথচ এটা এমন গ্লুকোজ উৎপন্ন করে, যা শিশুদেহ গ্রহণ করতে চায় না। উচ্চমাত্রার গ্লুকোজ তাদের দেহে ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে।

৯. আঠালো খাবার :

শক্ত ও গোলাকার খাবারের মতো আঠালো খাদ্যও শিশুদেহে মানানসই নয়। পিনাট বাটার বা আঠালো চকলেট এড়িয়ে যান।

[দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০শে মে ২০১৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ'আতীর তওবা কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত ত্যাগ করে'

(বায়হাক্বী, শু'আব হা/৯৪৫৭)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে মানব সকল! তোমরা শিরক থেকে বেঁচে থাক। কেননা তা পিঁপড়ার চলার শব্দের চেয়েও সূক্ষ্ম'

(আহমাদ হা/১৯৬২২)।

ভাষা শিক্ষা

ফল

সংগ্রহে : শাহিদা খাতুন, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আঙ্গুর - عِنَبٌ - grapes (গ্রেইপ্স)

আপেল- تُفَّاحٌ - Apple (অ্যাপ্ল)

আম - مَانْجُو - Mango (ম্যাংগৌ)

আলু- بَطَاطِسٌ - Potato (পটেইটৌ)

কমলালেবু - بُرْتُقَالٌ - Orange (অরেইঞ্জ)

কলা- مَوْزٌ - Banana (ব্যানানা)

কাঁঠাল - شَوْكِيٌ - Jack-fruit (জ্যাক্ফ্রুট)

কিশমিশ - زَبِيْبٌ - Raisins (রেইজ্ন্স্)

বরই - بَرْقُوْقٌ - Plum (প্লাম)

খেজুর - تَمْرٌ - Dates (ডেইট্স)

গাজর -جَزَرٌ - Carrot (ক্যারিট)

জলপাই - زَيْتُوْنٌ - Olives (অলিভ্স্)

জাম - عُلَيْقٌ - Blackberry - (ব্ল্যাকবেরি)

ডালিম-رُمَّانٌ -Pomegrante-(পম্‌গ্র্যানিট)

ডুমুর- تِيْنٌ - Fig- (ফিগ)

পেঁপে – بَبْوٌ - Papaw - (প্যাপ্য)

বাদাম - لَوْزٌ - Almond - (আমন্ড্)

লেবু - لَيْمُوْنٌ - Lemon - (লেমন)

কুইজ

১. রাসূল (ছাঃ) নির্যাতিত ইয়াসির পরিবারের ব্যাপারে কী বলেছিলেন?
উ:..
....
....

২. শরী'আতে কত প্রকার অসীলা বৈধ?
উ:..

৩. শিরক কেমন সূক্ষ্ম?
উ:..
....

৪. রাসূল (ছাঃ) কাকে বৃক্ষের গোড়ায় উপবিষ্ট দেখেছিলেন?
উ:..

৫. গণকের কাছে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পরিণাম কী?
উ:..

৬. আবুবকর (রাঃ) যখন হাবশা অভিমুখে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, তখন তাঁকে কে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন?
উ:..

৭. 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য কী করেন?
উ:..
....

৮. ছোট সোনা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?
উ:..

৯. পৃথিবীর চিনির আধার বলা হয় কোন দেশকে?
উ:..

১০. সাফারী পার্ক কত বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত?
উ:..

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ এপ্রিল ২০১৮।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. ২০ মিনিটের অধিক সময় কথা বললে ২. ১০০ শত বার ৩. সূরা আছর ৪. পবিত্র কুরআনে *(কাহাফ ১৮/১১০)* ৫. হযরত সুলায়মান (আঃ) ৬. বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ৭. ইল্লীঈনে ৮. ছওর গিরিগুহায় ৯. প্রায় ১২০ কি.মি.

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : ছালাহুদ্দীন, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : আসমাউল হুসনা, ১০ম শ্রেণী
মীর মশাররফ হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

৩য় স্থান : আব্দুর রহীম, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম :
প্রতিষ্ঠান : শ্রেণী :
ঠিকানা :
মোবাইল :

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির রাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

২৮তম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল মূল্য : ১০/-

- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’ (আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭)।

- হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর তওবাকারীরাই সর্বোত্তম ভুলকারী’ (ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১)।